পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম ও সাফল্য

ক. উন্নয়ন প্রকল্প ছক ও উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন পদ্ধতি সহজীকরণ

উন্নয়ন প্রকল্প ছক ও উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন পদ্ধতি সমকালীন ধ্যান -ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সহজ করা হয়েছে । যেমন: (১) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমি অধিগ্রহণের সমস্যা ও উত্তরণের উপায় সংক্রান্ত পরিপত্র জারী করা হয়েছে । (২) বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য যোগ্য ও অভিজ্ঞ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ বিষয়ে পরিপত্র জারী করা হয়েছে । (৩) কোন প্রকল্পের ব্যয় ১০কোটি টাকার বেশী হলে সে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এ সংক্রান্ত পরিপত্র জারী করা হয়েছে । (৪) বর্ষা মৌসুমে প্রকল্পের পেপার ওয়ার্ক সম্পন্ন করতে হবে, যাতে শুষ্ক মৌসুম পরিপুর্ণ সদ্ব্যবহার করে প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় । (৫) বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি প্রণয়নের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে প্রকল্প দলিলে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার ইচ্ছা প্রতিফলিত না হয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রাধিকার প্রতিফলিত হয়। (৬) প্রকল্পের অনুমোদিত অঙ্গের জন্য উল্লিখিত ইকনমিক কোডের ভুল সংশোধনের প্রয়োজন হলে প্রকল্প সংশোধন করতে হবে না । এ ধরনের পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী ডিপিইসি/ডিএসপিইসি সভার সুপারিশক্রমে অনুমোদন করতে পারবেন । (৭) জমির মুল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে উন্নয়ন প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট খাতে ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দিলে প্রকল্প সংশোধনপুর্বক ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী অনুমোদন করতে পারবেন। (৮) নতুন আইটেম অন্তর্ভুক্ত হলে মুল অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ প্রয়োজন হবে না । সর্বোপরি উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আরও বেগবান করার উদ্দেশ্যে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়সমূহের ওপর বেশ কিছু আর্থিক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে।

খ. এনইসি ও একনেক সভার সাচিবিক সহায়তা প্রদান

পরিকল্পনা বিভাগ বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ৩০.০৪.২০০৯ তারিখ হতে ১৪.০৫.২০১৭ পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে পরিকল্পনা কমিশনের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এর ২৩টি সভা এবং ১৩-০১-২০০৯ তারিখ হতে ২০.০৬.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) এর ২৪৪টি সভা অনুষ্ঠানের যাবতীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করেছে। উপরোল্লিখিত ২৪৪টি একনেক সভায় ১৮১৪টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়, যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ১৪১৬৪৭৯.৭৯৩৪ কোটি টাকা এবং মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ৪৬৮টি প্রকল্প অনুমোদিত হয় (প্রতিটি অনুর্ধ্ব ৫০.০০ কোটি টাকার) যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ১২৭৮৬.১৯৭৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ (১৩ জানুয়ারি ২০০৯ সাল হতে ১৩ জানুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত) সর্ব মোট ২২৮২টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে , যার সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ১৪২৯২৬৫.৯৯০৮ কোটি টাকা।

পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নধীন প্রকল্পসমূহের জানুয়ারী ২০০৯ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত সাফল্য চিত্র নিম্নরুপ:

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	ব্যয়	সম্পাদিত কার্যক্রম	জনকল্যাণের ভূমিকা
১	পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে ব্যাংক, ডে-কেয়ার সেন্টার, পুলিশ ব্যারাক, গ্যারেজ ও পোস্ট	জুলাই ২০১৫ হতে জুন	৪৩১.৭২ লক্ষ টাকা	পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে জনতা ব্যাংক শেরেবাংলা নগর শাখার জন্য একটি নতুন ব্যাংক ভবন তৈরী করা হয়েছে। এ ছাড়া, একটি ডে-কেয়ার সেন্টার, গ্যারেজ এবং পুলিশ ব্যারাক	ক) নতুন ব্যাংক ভবনের মাধ্যমে যুগোপযোগী আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা প্রধান করা হচ্ছে।

	অফিস নির্মাণ প্রকল্প	২০১৬		তৈরী করা হয়েছে।	খ) সুপরিয়র ডে-কেয়ার সেন্টারে শিশুদের বিশ্রাম, খেলা ও অন্যান্য আধুনিক সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। গ) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যদের বাসস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে। নতুন গ্যারেজ নির্মিত হওয়ায় গাড়ি রাখার সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২	পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে ফটক, সীমানা প্রাচীর এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ নিরাপত্তা কক্ষ পুনঃনির্মাণ প্রকল্প	মে ২০১৫ হতে জুন ২০১৬	৮৫১.০৫ লক্ষ টাকা	পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে দৃষ্টিন্দন সীমানা প্রাচীর ও ২টি ফটক তৈরী করা হয়েছে।	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয় চত্বরের কর্ম পরিবেশ উন্নত হয়েছে।
৩	পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে ইলেকট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল (ই/এম) এবং আরবরিকালচার কাজের উন্নয়ন প্রকল্প	ফেব্রুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৬	৮৯৮.৯৪ লক্ষ টাকা	২০০০ কেভিএ একটি সাব-স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এনইসি-একনেক ভবনসহ পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে নিরাপত্তা সুবিধার জন্য সিসি ক্যামেরা, কিছু সংখ্যাক এসি এবং এ চত্বরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য মৌসুমী ফুলের গাছ রোপন করা হয়েছে।	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।
৪	পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে (৫×২০) ১০০kwp সোলার সিষ্টেম সরবরাহ ও স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৭)	১৯৯.৮১ লক্ষ টাকা	পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে ২০ টি ভবনে (৫×২০) ১০০kwp সোলার সিষ্টেম সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে।	পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে বিদ্যুৎ সরবরাহে সাশ্রয় হয়েছে।
৫	ইমপ্লিমেন্টেশন অব ডিজিটাল একনেক (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৭	১৬৭৬.০০ লক্ষ টাকা	"ডিজিটাল একনেক বাস্তবায়ন প্রকল্প" এর আওতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে Project Planning System (PPS) সফটওয়্যার প্রণয়ন করা	ক) ডিজিটাল একনেকের ডিজিটালাইজড পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প উপস্থাপন, মূল্যায়ন, পরিবীক্ষণ এবং অনুমোদনের লক্ষ্যে

				হয়। প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ/উপস্থাপন পদ্ধতি ডিজিটালাইজড করা হয়। ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে পিপিএস সফটওয়্যার ব্যবহারের জন্য সরকারী প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। বর্তমানে প্রকল্প দলিল অনুমোদনের জন্য পিপিএস সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে অনলাইনে সংশ্লিষ্ট অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হচ্ছে।	প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে সামগ্রিকভাবে সময় কম লাগে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। খ) সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক প্রকল্প প্রস্তাবের গতিবিধি অনুসরণ এবং পুনর্গঠিত প্রকল্প দলিল দ্রুত উপস্থাপন করা যায়।
৬	বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রদর্শন (১ম সংশোধিত)	অক্টোবর ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৮	৯৭.৯৪ লক্ষ টাকা	স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবসে উন্নয়নমূলক তথ্য ও ছবি, ব্যানার, ফেস্টুন, রোডমার্ক, বিলবোর্ড ও বেলুনে ছবি ও লেখা প্রদর্শনের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা হচ্ছে । এখন পর্যন্ত আনুমানিক ২০০০টি ব্যানার, ১৪৭টি বিলবোর্ডের মাধ্যমে ৪৫০টি ছবি এবং ১০টি রোডমার্ক এর কাজ সম্পাদিত হয়েছে।	সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও ধারাবাহিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্বলিত তথ্য ও ছবি প্রচারের মাধ্যমে দেশ-বিদেশে সর্বস্তরে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।